আউলিয়ায়ে কেরামের

বরকতসমূহ

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

দরূদ শরীফের ফযিলত 4
বয়ান শোনার নিয়ত 4
হযরত রাবেয়া বসরিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا কে ছিলেন? 5
চোর ওলী হয়ে গেল 6
জান্নাতের প্রাসাদের চুক্তিপত্র 11
কারামত অস্বীকারকারীরাও মেনে নিল 17
অসময়ের ফল 17
আসহাবে কাহাফ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ এর কারামত 18
ফয়যানে আমীরে আহলে সুন্নাতের বরকতসমূহ 20
১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি হলো “দরস” 21
আত্তারের দোয়া: 22
গোলাপ ফুল নাকি অজগরের মুখ! 23
নাম রাখার মাদানী ফুল 25
ঘোষণা 25
দা’ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া 26
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ: 26
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: 26
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: 27
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: 27
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: 27
(৬) দরূদে শাফায়াত: 28
(১) এক হাজার দিনের নেকী 28
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 28
সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ইং 29
নাম রাখার অবশিষ্ট মাদানী ফুল 29
পূর্ণাঙ্গ ঈমানদারদের দোয়া 30
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি 31
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 32
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী 34
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল 34
মাসিক ৪টি নেক আমল 34
বার্ষিক ৩টি নেক আমল 35
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া 35

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়ত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়ত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়ত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়তও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। “ফতোওয়ায়ে শামী”তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়ত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযিলত

আমাদের প্রিয় নবী রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَتْ شَفَاعَةً لَهُ عِنْدِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশ করবো। **(জামউল জাওয়ামে লিসসুয়ূতী, ৭/১৯৯ পৃ:, হাদিস: ২২৩৫২। যিয়ায়ে দরূদ ও সালাম, পৃ: ১১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়ত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়ত করে নিন! যেমন; নিয়ত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام হলেন ওই পবিত্রময় ব্যক্তিত্ব যাদের উপর পর্বতমালা নিরাপত্তা প্রেরণ করেন। আউলিয়ায়ে কেরামের প্রতি হিংস্র প্রাণীও অনুগত হয়ে যায়, আউলিয়ায়ে কেরামদের কাছ থেকে পশুরাও বরকত অর্জন করে থাকে, আউলিয়ায়ে

কেরাম থেকে বৃক্ষরাও নৈকট্যতা হাসিল করে, শয়তান আউলিয়ায়ে কেরামের নিকটবর্তী হয় না, আউলিয়ায়ে কেরামের ধনভান্ডারের দিকে চোখ তুলেও তাকায় না। যেসব পাহাড় (Mountains) এর উপর আউলিয়ায়ে কেরামের কদম পড়ে তারা অন্যান্য পাহাড়ের উপর গর্ব করে, আউলিয়ায়ে কেরাম যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যান তখন পৃথিবীবাসী তাদের বিদায়ে শোকাহাত হয়ে থাকে। আউলিয়ায়ে কেরাম জান্নাতের মহলসমূহে থাকবে, আউলিয়ায়ে কেরাম জান্নাতের বাগানসমূহে ঘুরাফেরা করবে, আউলিয়ায়ে কেরাম জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদসমূহে থাকবে, আউলিয়ায়ে কেরাম জান্নাতের অনন্য বাহনের উপর আরোহন করবে, আউলিয়ায়ে কেরাম জান্নাতে আল্লাহ পাকের কালাম শুনবে এবং তাঁর দীদার দ্বারা ধন্যও হবে। **(হিকায়াতে অর নসীহতে, পৃ: ১৩৮)**

اِنْ شَآءَ الله আজ আমরা আউলিয়ায়ে কেরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ এর বরকত সম্বলিত ঈমান উদ্দীপক ঘটনা ও গল্প শোনার সৌভাগ্য অর্জন করবো। আসুন! সর্বপ্রথম প্রসিদ্ধ ওয়ালিয়া হযরত রাবেয়া বসরীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর বরকত সম্বলিত একটি ঘটনা শোনার পূর্বে তাঁর পরিচিতি শুনি:

হযরত রাবেয়া বসরিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا কে ছিলেন?

হযরত রাবেয়া বসরীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا আবেদা, যাহেদা, নেক ও পরহেযগার এবং খোদাভীতি সম্পন্ন মহিলা ছিলেন, দিনে রোযা রাখতেন এবং কুরআনে পাক তিলাওয়াত করতেন। তাঁর সামনে কোনো জাহান্নামীর আলোচনা করা করলে তিনি খোদাভীতির কারণে অজ্ঞান হয়ে যেতেন। **(জান্নাতী জেওর, পৃ: ৫৮১)** তিনি খালি পায়ে হেঁটে পবিত্র বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্ব করেছেন, কাবা শরীফ পৌঁছার সাথে সাথেই (ভয় ও খোদাভীতির কারণে) অজ্ঞান হয়ে

পড়ে গিয়েছেন। **(আর রউযুল ফায়েক, পৃ: ৬০)** তিনি স্বয়ং ইবাদত ও রিয়াযত করতেন, অতিরিক্ত ঘুম আসলে তখন ঘরে হাঁটাহাঁটি শুরু করে দিতেন আর নিজেকে বলতেন: রাবেয়া! এটাও কি কোনো ঘুম? এটার কি কোনো স্বাদ আছে? এটাকে ছেড়ে দাও আর কবরের স্বাদে দীর্ঘ সময়ের জন্য ঘুমিয়ে পড়িও, আজ তোমার এত বেশি ঘুম পাচ্ছে না কিন্তু আগত রাতে বেশি ঘুম আসবে, সাহস করো আর স্বীয় প্রতিপালককে রাজি করে নাও। তিনি ৫০ বছর (Fifty years) এইভাবে কাটিয়েছেন যে, না কখনো বিছানায় শুয়েছেন আর না কখনো বালিশে মাথা রেখেছেন এই পর্যন্ত যে, তিনি ইন্তেকাল করলেন। **(হিকায়াতুস সালেহীন, পৃ: ৬০) (মাসিক ফয়যানে মদীনা, আগস্ট ২০১৭, পৃ: ৩৯)** আল্লাহ পাক তাঁর সদকায় আমাদেরও ইবাদতের স্পৃহা দান করুক।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

চোর ওলী হয়ে গেল

এক রাতে এক চোর হযরত রাবেয়া বসরীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا -এর ঘরে প্রবেশ করল, সে ডান-বামে পুরো ঘর ভালো করে খুঁজল, কিন্তু একটি লোটা ছাড়া আর কিছুই পেল না। সে যখন খালি হাতে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করল, তখন হযরত রাবেয়া বসরীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا বললেন, “তুমি যদি চতুর ও বুদ্ধিমান চোর হও, তবে খালি হাতে ফিরে যাবে না।” চোরটি বলল, “আমি তো ঘরে কোনো কিছুই পেলাম না।” তিনি বললেন, “হে অসহায় ব্যক্তি! এই লোটা দিয়ে অযু করে রুমে প্রবেশ করো এবং দুই রাকাত নামায আদায় করো, তাহলে এখান থেকে কিছু না কিছু নিয়েই যেতে পারবে।” সে তাঁর কথা মেনে অযু করল এবং নামাযে দাঁড়িয়ে গেল। তখন হযরত রাবেয়া বসরীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا আল্লাহর দরবারে এভাবে প্রার্থনা করলেন, “হে আমার

মালিক ও মাওলা! এই লোকটি আমার ঘরে এসেছিল কিন্তু কিছুই পায়নি। এখন আমি তাকে তোমার দরবারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি; তোমার অনুগ্রহ ও করুণা থেকে তাকে বঞ্চিত করো না।” নামায শেষ করার পর লোকটির অন্তরে ইবাদতের স্বাদ জাগ্রত হলো, ফলে রাতের শেষ ভাগ পর্যন্ত সে নামাযেই মগ্ন রইল। সাহরীর সময় হযরত রাবেয়া বসরীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا তাকে সিজদা অবস্থায় নিজের মনকে ধিক্কার দিয়ে বলতে শুনলেন “আমার দয়ালু রব যখন আমাকে জিজ্ঞেস করবেন: ‘তোমার কি লজ্জা হলো না যে, তুমি আমার নাফরমানি করে গেলে? আমার সৃষ্টিজীবের কাছে পাপ লুকিয়ে রাখলে, আর এখন পাপের বোঝা নিয়ে আমার দরবারে দাঁড়িয়েছো?’ তিনি যখন আমার ওপর অসন্তুষ্ট হবেন এবং তাঁর রহমতের দরবার থেকে আমাকে তাড়িয়ে দেবেন, তখন আমি কী জবাব দেব?” হযরত রাবেয়া বসরীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “হে ভাই! তোমার রাত কেমন কাটল?” সে বলল, “খুব ভালো কেটেছে। চরম বিনয় ও নম্রতা নিয়ে আমার করুণাময় রবের দরবারে দাঁড়িয়েছিলাম; তিনি আমার জীবনের সমস্ত বক্রতা সোজা করে দিয়েছেন, আমার অপারগতা কবুল করেছেন, আমার গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাকে আমার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন।” এরপর লোকটি চেহারাভরা বিস্ময় ও ব্যাকুলতা নিয়ে বিদায় নিল। হযরত রাবেয়া বসরীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا আসমানের দিকে হাত তুলে আরজ করলেন, “হে আমার মালিক ও মাওলা! এই লোকটি তোমার দরবারে মাত্র এক মুহূর্ত দাঁড়িয়েছিল আর তুমি তাকে কবুল করে নিলে; আমি তো কতকাল ধরে তোমার দরবারে দাঁড়িয়ে আছি, তুমি কি আমাকেও কবুল করেছো?” হঠাৎ তিনি হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে এক অদৃশ্য বাণী শুনতে পেলেন: “হে রাবেয়া!

আমি তাকে তোমার ওসিলাতেই কবুল করেছি এবং তোমার খাতিরেই তাকে আমার নৈকট্য দান করেছি।” **(আর রউযুল ফায়েক, পৃ: ১৫৯-এর সারসংক্ষেপ)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحَانَ الله! শুনলেন তো আপনারা, আউলিয়ায়ে কেরামের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ নৈকট্য ও সংস্পর্শে কেমন বরকত প্রকাশ পায়! তাঁদের দরবারে আসা কোনো ব্যক্তিই কখনো খালি হাতে ফিরে যায় না; বরং নিজের খালি ঝুলি কাঙ্ক্ষিত মহামূল্যবান রত্নে ভরিয়ে নিয়ে অফুরন্ত বরকত লাভ করে। এমনকি যদি কোনো চোরও তাঁদের দরবারে চলে আসে এবং তাঁদের দূর্লভ সৎ সঙ্গের নেয়ামত পেতে সফল হয়, তবে সে আর চোর থাকে না বরং মহান রব সেই পাপাচারী ও চরিত্রহীন ব্যক্তিকেও এই গ্রহণযোগ্য বান্দাদের বেলায়তের দৃষ্টি, হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত প্রভাবশালী দোয়া এবং পবিত্র সান্নিধ্যের বরকতে তার মরিচা পড়া অন্তরকে উজ্জ্বল করে দেন। তাকে গুনাহের জন্য অনুশোচনা, নামায, তাকওয়া ও পরহেযগারী, খাঁটি তাওবা, সৎকাজের তাওফিক এবং পরকালীন বিষয়ে ভাবনার মতো চমৎকার নেয়ামতে ভূষিত করে ক্ষমা ও মাগফিরাতের সনদ দান করেন। অতএব, আমাদেরও উচিত আদবের সাথে তাঁদের কাছে পার্থিব স্বার্থ ও উদ্দেশ্য অর্জনের পরিবর্তে ঈমানের নিরাপত্তা, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ, হারামাঈনে শরীফঈনের যিয়ারত, সৎকাজে অবিচলতা, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, নেয়ামতের জন্য শুকরিয়ার তাওফিক এবং বিনা হিসাবে মাগফিরাতের জন্য দোয়া চাওয়া। কেননা আউলিয়ায়ে কেরামের অস্তিত্ব ও তাঁদের সান্নিধ্য সৃষ্টির জন্য রহমতস্বরূপ, তাঁদের দোয়ায় দারুণ প্রভাব থাকে এবং তাঁদের ওসিলায় আল্লাহ পাক বিপদ-আপদ দূর করেন ও মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। যেমন

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর রচিত "ফয়যানে সুন্নাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেন: হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত, নিঃসন্দেহে নবীগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام জমিনের স্তম্ভ (খুঁটি) ছিলেন। যখন নবুয়তের ধারা সমাপ্ত হলো, তখন আল্লাহ পাক উম্মতে মুহাম্মদীর একটি দলকে তাঁদের স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিনিধি বানালেন, যাদেরকে 'আবদাল' বলা হয়। তাঁরা কেবল রোযা, নামায এবং তাসবিহ-তাহলিলের আধিক্যের কারণে মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হননি; বরং তাঁদের উত্তম চরিত্র, সত্য পরহেযগারী, সৎ নিয়ত, সকল মুসলমানের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত পরিচ্ছন্ন অন্তর, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ও প্রজ্ঞা, দূর্বলতাহীন বিনয় এবং সমস্ত মুসলমানের কল্যাণকামীতার কারণে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। অতএব, তাঁরা নবীগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام এর প্রতিনিধি তাঁরা এমন এক সম্প্রদায়, যাদের আল্লাহ পাক নিজের পবিত্র সত্তার জন্য মনোনীত করেছেন এবং স্বীয় ইলম ও সন্তুষ্টির জন্য বিশেষায়িত করেছেন। তাঁরা ৪০ জন সিদ্দিক (সত্যনিষ্ঠ সাধক), যাঁদের মধ্যে ৩০ জন রহমানের খলিল হযরত ইব্রাহিম Mountains عَلَيْهِ السَّلَام -এর মতো দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী। তাঁদের ওসিলায় জমিনবাসীদের থেকে বালা-মুসিবত দূর হয়, বৃষ্টি হয় এবং রিযিক প্রদান করা হয়। তাঁদের মধ্য থেকে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ইন্তেকাল করেন না, যতক্ষণ না আল্লাহ পাক তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার সনদ অন্য কাউকে দান করেন। তাঁরা কাউকে অভিশাপ দেন না, অধীনস্থদের কষ্ট দেন না, তাঁদের ওপর অত্যাচার করেন না, কাউকে তুচ্ছ মনে করেন না, নিজেদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বধারীদের প্রতি হিংসা করেন না, দুনিয়ার লোভ-লালসা করেন না, লোক দেখানো নীরবতা অবলম্বন করেন না, অহংকার করেন না এবং লোক দেখানো বিনয়ও প্রকাশ করেন না। কথা বলার ক্ষেত্রে তাঁরা সমস্ত মানুষের

চেয়ে উত্তম এবং নফসের দিক থেকে সর্বাধিক পরহেযগার, দানশীলতা তাঁদের স্বভাবজাত গুণ, পূর্বসূরীগণ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ যেসব অসংগত বিষয় বর্জন করেছেন, তা থেকে সুরক্ষিত থাকা তাঁদের বৈশিষ্ট্য। তাঁদের এই বৈশিষ্ট্য কখনো পৃথক হয় না যে, আজ খোদাভীতিতে আছেন আর কাল অলসতায় পড়ে যাবেন; বরং তাঁরা সর্বদা নিজেদের এই অবস্থায় স্থির থাকেন। তাঁরা নিজের ও আপন রবের সাথে এক বিশেষ গভীর সম্পর্ক রাখেন তীব্র বাতাস কিংবা লাগামহীন ঘোড়াও তাঁদের স্পর্শ করতে পারে না। তাঁদের অন্তর আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তীব্র আকুলতায় আসমানের দিকে সমুন্নত থাকে। অতঃপর তিনি (পবিত্র কুরআনের ২৮ নাম্বার পারা) সূরা আল-মুজাদালাহ-এর ২২ নাম্বার আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

اُولٰٓىِٕكَ حِزْبُ اللّٰهِؕ اَلَاۤ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۲۲﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এটা আল্লাহরই দল,শুনছো! আল্লাহরই দল সফলকাম।

(পারা: ২৮, সূরা মুজালাদালাহ, আয়াত: ২২)

(নাওয়াদিরুল উসূল, আল আসলুল হাদী ওয়াল খামসুন, ১/২০৯, হাদিস: ৩০১) (ফয়যানে সুন্নাত, ৪৩২-৪৩৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আউলিয়ায়ে কেরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ পার্থিব ধন-সম্পদ, পদমর্যাদা এবং লোক দেখানো খ্যাতির মোহ থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী ও মুক্ত থাকেন। আউলিয়ায়ে কেরাম মহান আল্লাহ পাকের বিশেষ নিয়ামত, আউলিয়ায়ে কেরাম আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত। আউলিয়ায়ে কেরাম বিলাসবহুল জীবনের পরিবর্তে সর্বদা সাদামাটা জীবনযাপন পছন্দ করেন। তাঁরা পূর্ণাঙ্গরূপে শরীয়ত মেনে চলেন এবং মানুষের ভেতর ও বাহিরকে পবিত্র করেন। আউলিয়ায়ে কেরাম আল্লাহর

বান্দাদের আল্লাহর সাথে মিলিয়ে দেন এবং তাদেরকেও আল্লাহর প্রিয়পাত্রে পরিণত করেন। আউলিয়ায়ে কেরামের সোহবতে (সান্নিধ্যে) বসলে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই সুন্দর হয়ে যায় এবং অফুরন্ত কল্যাণ লাভ হয়। আউলিয়ায়ে কেরাম আল্লাহ পাক ছাড়া আর কাউকেই ভয় পান না, তাঁরা চরম তাকওয়াবান ও পরহেযগার হওয়া সত্ত্বেও জাহান্নামের ভয়ে সর্বদা কম্পমান ও ভীত-সন্ত্রস্ত থাকেন, আউলিয়ায়ে কেরাম দিন-রাত আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন থাকেন এবং সাধারণ মানুষের প্রয়োজন পূরণ ও সাহায্য করেন। আউলিয়ায়ে কেরাম মহান আল্লাহর প্রদত্ত ক্ষমতায় অদৃশ্য বা অদৃশ্যের জ্ঞান (ইলমে গায়ব) লাভ করেন, তাঁরা মানুষের অন্তরের অবস্থাসমূহ সম্পর্কে অবগত থাকেন, এমনকি আউলিয়ায়ে কেরাম এই দুনিয়াতেই মানুষকে জান্নাতী প্রাসাদের অধিকারী বানিয়ে দিতে পারেন। আসুন! বিখ্যাত মজজুব ও মহান ওলী হযরত বাহলুল দানা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-এর একটি ঈমান উদ্দীপক কারামত সম্পর্কে শুনি এবং নিজেদের অন্তরে আউলিয়ায়ে কেরামের ভালোবাসা জাগ্রত করি। যেমন

জান্নাতের প্রাসাদের চুক্তিপত্র

খলিফা হারুনুর রশিদের স্ত্রী জুবায়দা খাতুন একজন নেককার এবং বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام প্রতি চরম ভক্তি ও ভালোবাসা পোষণকারী নারী ছিলেন। একবার তিনি কানিজদের (দাসীদের) সাথে কোথাও যাচ্ছিলেন। সফরকালে এক উপত্যকায় তিনি দেখতে পেলেন, সুলতানুল আশেকীন হযরত বাহলুল দানা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পাথরের টুকরো সংগ্রহ করে কিছু একটা তৈরি করছেন।।তিনি নিজের বাহন থেকে নামলেন এবং হযরত বাহলুল দানা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-এর বরকতময় দরবারে হাজির হয়ে আদবের সাথে

দাঁড়িয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি জুবায়দা খাতুনের দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ দিলেন না। জুবায়দা খাতুন সাহস করে জিজ্ঞেস করলেন, “হুজুর! কী তৈরি করছেন?” তিনি বললেন, “জান্নাতের প্রাসাদ তৈরি করছি।” জুবায়দা খাতুন পুনরায় প্রশ্ন করলেন, “জান্নাতের এই প্রাসাদটি কি আমার কাছে বিক্রি করবেন?” তিনি বললেন, “অবশ্যই বিক্রি করব!” এই উত্তর শুনে জুবায়দা খাতুনের অন্তর আনন্দে মেতে উঠল। তিনি একই আশাব্যঞ্জক কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করলেন, “কত দামে?” উত্তর এলো, “এক দিরহামের বিনিময়ে।” উত্তর শুনতেই জুবায়দা খাতুন তৎক্ষণাৎ মূল্য পরিশোধ করে দিলেন। মূল্য পরিশোধ হওয়ার পর হযরত বাহলুল দানা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি কাঠির টুকরো তুলে নিয়ে মাটির ছোট ঘরের চারপাশে একটি দাগ টেনে বললেন, “আমি জান্নাতের এই প্রাসাদটি এক দিরহামের বিনিময়ে জুবায়দা খাতুনের কাছে বিক্রি করে দিলাম।” এ কথা শুনতেই জুবায়দা খাতুন জীবদ্দশাতেই জান্নাতের চুক্তিপত্র পাওয়ার এ বিশ্বাস ও আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন, অতঃপর এই সুসংবাদ পেয়ে জুবায়দা খাতুন রাজপ্রাসাদের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। রাতের শেষ ভাগ ছিল; তিনি তাহাজ্জুদের নামায ও মুনাজাত শেষ করে মাত্র শুয়েছিলেন, এমন সময় হঠাৎ হারুনুর রশিদ এসে জুবায়দা খাতুনকে বলতে লাগলেন, “আজ যখন আমি তাহাজ্জুদের নামায পড়ে শুয়ে পড়লাম, তখন আমার চোখে ঘুম এসে গিয়েছিল, আমি কী দেখছি যে, আমি একটি বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমার জিজ্ঞাসার জবাবে একজন বলল, এটি “জান্নাতুল ফেরদাউস” আমি সেখানে এক উঁচু ফটকে সবুজ রঙে 'জুবায়দা খাতুন' লেখা দেখতে পেলাম। আমি এই আশায় সেই প্রাসাদে প্রবেশ করলাম যে হয়তো আমার নামও লেখা থাকবে, আমি মাইলকে মাইল পথ হেঁটে গেলাম কিন্তু সব জায়গায় কেবল তার নামই লেখা পেলাম।" হারুনুর রশিদ

জুবায়দা খাতুনের কাছে এর রহস্য সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তখন জুবায়দা খাতুন তাঁকে গতকাল বিকেলে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি শোনালেন। হারুনুর রশিদ বললেন, "আমাকে হযরত বাহলুল দানা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-এর কাছে নিয়ে চলো।" অতএব, জুবায়দা খাতুন তাঁকেও হযরত বাহলুল দানা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-এর দরবারে নিয়ে গেলেন।

হযরত বাহলুল দানা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আগের মতোই তখনো এক নির্জন স্থানে মাটির ঘর তৈরি করতে ব্যস্ত ছিলেন। হারুনুর রশিদ হযরত বাহলুল দানা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-এর দরবারে হাজির হয়ে আদবের সাথে সালাম পেশ করলেন এবং তাঁর কাছে জান্নাতের প্রাসাদের মূল্য জানতে চাইলেন। হযরত বাহলুল দানা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন, "এর মূল্য হলো তোমার পুরো সাম্রাজ্য।" হারুনুর রশিদ বিস্ময় প্রকাশ করে আরয করলেন, "হুযুর! জান্নাতের প্রাসাদের দাম হঠাৎ এত বেড়ে গেল কীভাবে? অথচ আমার স্ত্রীকে তো আপনি মাত্র এক দিরহামেই বিক্রি করেছিলেন!" হযরত বাহলুল দানা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অদৃশ্যের খবর প্রকাশ করে বললেন, "জুবায়দা খাতুন জান্নাত দেখে ক্রয় করেনি, পক্ষান্তরে তুমি জান্নাতের দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে এসেছো।" এ কথা শুনে হারুনুর রশিদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল, তিনি আরয করলেন, "হুযুর! আমি সাম্রাজ্য দিয়ে হলেও মূল্য পরিশোধ করতে প্রস্তুত! আমাকে শুধু জান্নাতের চুক্তিপত্র দান করুন!" হযরত বাহলুল দানা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন, "আমি তোমার সাম্রাজ্য দিয়ে কী করব? তোমার এই সাম্রাজ্য তো আমার পায়ের নিচেও স্থান পাওয়ার যোগ্য নয়, যাও, তোমার সাম্রাজ্যও নিয়ে যাও আর জান্নাতের চুক্তিপত্রও নিয়ে নাও।" **(যুলফ ও যানজীর, পৃ: ২৫১-২৬০)**

سُبْحٰنَ اللّٰه! শুনলেন তো আপনারা! মহান আল্লাহর দরবারে হযরত বাহলুল দানা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-এর বেলায়তের মকাম কতটা সুউচ্চ ও মর্যাদাপূর্ণ ছিল! তিনি চাইলে নিজের জন্য অঢেল ধন-সম্পদ জমা করতে পারতেন এবং আরাম-আয়েশের জীবনযাপন করতে পারতেন। কিন্তু কুরবান হয়ে যাই, এত ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজের জন্য কিছুই সঞ্চয় করে রাখেননি; তবে তিনি যাকে চাইতেন, তাকেই মহান রবের জান্নাতে বিদ্যমান আলিশান প্রাসাদসমূহ থেকে জান্নাতী প্রাসাদ দান করে দিতেন। বর্ণিত ঘটনা থেকে এটাও জানা গেল যে, আল্লাহর ওলীগণ আল্লাহ পাকের প্রদত্ত ক্ষমতায় অদৃশ্য বা অদৃশ্যের জ্ঞান (ইলমে গায়ব) লাভ করে থাকেন। সুতরাং, হারুনুর রশিদ যখন হযরত বাহলুল দানা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-এর কাছে জান্নাতী প্রাসাদের দাম বাড়ানোর কারণ জানতে চাইলেন, তখন হযরত বাহলুল দানা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে অদৃশ্যের খবর জানিয়ে বললেন, “জুবায়দা খাতুন জান্নাত দেখে ক্রয় করেনি, পক্ষান্তরে তুমি তো জান্নাতের দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে এসেছো।” এই ঘটনায় আরেকটি শিক্ষণীয় বিষয় হলো ওলী হওয়ার জন্য প্রচার-প্রসার, জাঁকজমকপূর্ণ জুব্বা-পাগড়ি কিংবা ভক্তদের দীর্ঘ সারি থাকা জরুরী নয়, যা দিয়ে তাঁদের বেলায়ত চেনা যাবে বা খ্যাতি ছড়াবে; বরং সাধারণ মানুষের মধ্যেও আল্লাহর ওলী থাকেন। অতএব, আমাদের প্রতিটি নেককার মানুষকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা উচিত, কারণ কে জানে কে সাধারণ পোশাকের আড়ালে লুকানো রত্ন (গোপনে থাকা ওলী)!

যেমন, আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "জান্নাতবাসীগণ ধূলামলিন চেহারা, এলোমেলো চুল এবং ছেঁড়াফাটা পোশাক পরিহিত মানুষ, যাদের কেউ গুরুত্ব দেয় না। এরা এমন লোক যে, যদি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতে চায় তবে অনুমতি পায় না,

নারীদের বিয়ের প্রস্তাব দিলে প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং কথা বললে কেউ মনোযোগ দিয়ে শোনে না। তাঁদের প্রয়োজনসমূহ তাঁদের অন্তরেই আলোড়ন সৃষ্টি করতে থাকে (তারা কারো কাছে হাত পাতে না)। এরা এমন জান্নাতী যে, কিয়ামতের দিন তাঁদের একজনের নূরও যদি সমস্ত মানুষের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়, তবে সবার জন্য তা যথেষ্ট হয়ে যাবে।" **(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিজ-জুহদি ওয়া কাসরিল আমাল, ৭/৩৩২, হাদিস: ১০৪৮৬)** অন্য এক স্থানে ইরশাদ করেছেন: "অনেক বিকৃত চুলের অধিকারী মানুষ, যাদের (অসহায় ভেবে) মানুষের দুয়ার থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, তারা যদি কোনো বিষয়ে আল্লাহর নামে শপথ করে বসে, তবে আল্লাহ পাক তা অবশ্যই পূরণ করে দেন।"

(মুসলিম, কিতাবুল বিররেওয়াস-সিলাহ, পৃ: ১০৮৩, হাদিস: ২৬২২)

মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদিসে পাকের এই অংশ "অনেক এলোমেলো চুলের অধিকারী মানুষ, যাদের দুয়ার থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়" এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: এই মহৎ বাণীর অর্থ এটা নয় যে, তাঁরা দুনিয়াদারদের দুয়ারে দুয়ারে যান আর সেখান থেকে বিতাড়িত হন; তাঁরা তো রবের দুয়ার ছাড়া আর কারো দুয়ারে যান না! বরং এর অর্থ হলো, দুনিয়ার মানুষ তাঁদের প্রকৃত পরিচয় ও মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ। তাঁরা যদি কারো কাছে যেতেনও, তবে লোকজন তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করা পছন্দ করত না। আল্লাহ পাক দুনিয়াবাসীর নজর থেকে তাঁদের এমনভাবে লুকিয়ে রেখেছেন, যেমন পাহাড়ের ভেতর লাল হীরা কিংবা সাগরের তলদেশে মুক্তা লুকিয়ে থাকে যাতে সাধারণ মানুষ তাঁদের মূল্যবান সময় নষ্ট করতে না পারে। হাদিসে পাকের অপর অংশ "তারা যদি আল্লাহর নামে শপথ করে বসে, তবে তিনি তা অবশ্যই পূরণ করে দেন" এর দুটি অর্থ হতে পারে: ১. যদি সেই বান্দা আল্লাহ পাককে শপথ দিয়ে কোনো কিছু প্রার্থনা করে যে,

"হে আল্লাহ! তোমার মর্যাদা ও মহত্ত্বের শপথ, তুমি এটি করে দাও!" তবে রব অবশ্যই তা পূরণ করে দেন। এটি স্বীয় রবের কাছে বান্দার এক বিশেষ আবদার বা বায়না। ২. যদি সেই বান্দা আল্লাহর কোনো কাজের ওপর শপথ করে মানুষকে কোনো খবর দেয়, তবে আল্লাহ পাক তাঁর শপথ রক্ষা ও সত্য প্রমাণ করার জন্য তা পূরণ করে দেন। উদাহরণ স্বরূপ: সে যদি বলে দেয়, "আল্লাহর শপথ! তোমার ছেলে সন্তান হবে", কিংবা "রবের শপথ! আজ বৃষ্টি হবে", তবে আল্লাহ পাক তাঁর যবানকে সত্য করার জন্য ঠিক তা-ই ঘটিয়ে দেন। **(মিরাতুল মানাজীহ, ৭/৫৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আউলিয়ায়ে কেরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْএর বরকত ও তাঁদের কারামতের অধ্যায় অত্যন্ত বিশাল। ভাগ্যবান মুসলমানগণ তো এই হাকিকত ও সত্যকে সানন্দে স্বীকার করে নেন যে তাঁদের বরকত ও কারামত সত্য কিন্তু কিছু অজ্ঞ মানুষ আউলিয়ায়ে কেরামের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ বরকত ও কারামত স্বীকার করতে প্রস্তুত হয় না এবং শয়তানী কুমন্ত্রণার শিকার হয়ে পড়ে। এমন মানুষ নিজেদের এই নিন্দনীয় অভ্যাসে ততক্ষণ পর্যন্ত অটল থাকে, যতক্ষণ না তারা নিজেদের চোখে তাঁদের বরকত ও কারামতের দৃশ্য দেখে নেয়। এরপরও কিছু লোক আউলিয়ায়ে কেরামের মর্যাদা অনুধাবন করা থেকে বঞ্চিতই থেকে যায়, এভাবে তারা নিজেদের অহংকার ও জেদের খাতিরে নিজেদেরকে আউলিয়ায়ে কেরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ এর ফয়েয ও বরকত থেকে বঞ্চিত করে ফেলে। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْমাঝেমধ্যে ব্যতিক্রমী পন্থায় এমন লোকদের সংশোধন করতেন. আসুন! এরই একটি ঈমান উদ্দীপক ঝলক লক্ষ করি। যেমন

কারামত অস্বীকারকারীরাও মেনে নিল

হযরত জাবের রাহাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, 'রাহাবা' শহরের অধিকাংশ মানুষ আউলিয়ায়ে কেরামের কারামত অস্বীকার করত। একদিন আমি একটি হিংস্র পশুর পিঠে সাওয়ার হয়ে রাহাবাতে প্রবেশ করলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় সেইসব লোক, যারা আউলিয়ায়ে কেরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ এর কারামতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত?" তিনি বলেন, "এরপর থেকে তারা আমার সম্পর্কে মন্দ কথাবার্তা বলা থেকে বিরত হয়ে যায়।"

(আর রউযুল ফায়েক, পৃ: ১০৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন, আউলিয়ায়ে কেরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ এর বরকত ও কারামতের বর্ণনা পবিত্র কুরআনেও বিদ্যমান রয়েছে। যেমন

অসময়ের ফল

হযরত যাকারিয়া عَلَيْهِ السَّلَام-কে মহান আল্লাহ নবুয়তের মর্যাদায় ভূষিত করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কোনো সন্তান ছিল না এবং তিনি চরম বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন। বহু বছর ধরে তাঁর অন্তরে একটি পুত্র সন্তানের আকুল আকাঙ্ক্ষা দোলা দিচ্ছিল এবং তিনি বহুবার আল্লাহর দরবারে ব্যাকুল হয়ে পুত্র সন্তানের জন্য দোয়াও করেছিলেন কিন্তু আল্লাহর কুদরতের শান দেখুন, তা সত্ত্বেও এতদিন তিনি কোনো সন্তান পাননি। তিনি যখন হযরত মরিয়ম رَضِیَ اللهُ عَنْهَا-এর ইবাদতখানায় এই কারামত দেখলেন যে সেখানে অসময়ের ফল উপস্থিত রয়েছে, তখন তাঁর মনে এই চিন্তার উদয় হলো যে, আমার বয়স এখন এমন বার্ধক্যে পৌঁছেছে যে, সন্তান রূপী ফল পাওয়ার মৌসুম শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু যে আল্লাহ হযরত মরিয়ম رَضِیَ اللهُ عَنْهَا-এর ইবাদতখানায়

অসময়ের ফল দান করতে পারেন, তিনি আমাকেও এই অসময়ে সন্তান রূপী ফল দান করতে সক্ষম! অতএব, তিনি হযরত মরিয়মের ইবাদতখানায় দাঁড়িয়ে দোয়া করলেন। তাঁর দোয়া কবুল হলো এবং আল্লাহ পাক বার্ধক্যে তাঁকে একটি পুত্রসন্তান দান করলেন, যার নাম স্বয়ং আল্লাহ পাক রেখেছিলেন "ইয়াহইয়া" এবং তাঁকেও নবুয়তের মর্যাদায় ভূষিত করেছিলেন। **(আজায়িবুল কুরআন মাআ গারায়িবুল কুরআন, পৃ: ৬৬)** এই ঘটনার বিবরণ পবিত্র কুরআনের ৩য় পারার সূরা আল-ইমরানের ৩৭ থেকে ৪১ নাম্বার আয়াতে বিদ্যমান রয়েছে।

আসহাবে কাহাফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর কারামত

আসহাবে কাহাফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ নবী নয় বরং বনী ইসরাইলের ওলী ছিলেন। তাঁদের কারামত এটা বর্ণিত হয়েছে যে, গুহার মধ্যে তিনশত নয় (৩০৯) বছর ঘুমিয়েছিল। এত দীর্ঘ সময় খাবার বিহীন ঘুমানো এবং ধ্বংস না হওয়াটা কারামত। যেমন পারা: ১৫, সূরা কাহাফ, আয়াত ১৮ তে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَ تَحۡسَبُهُمۡ اَیۡقَاظًا وَّ هُمۡ رُقُوۡدٌ ۚ وَّ نُقَلِّبُهُمۡ ذَاتَ الۡیَمِیۡنِ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ ۚ وَ کَلۡبُهُمۡ بَاسِطٌ ذِرَاعَیۡهِ بِالۡوَصِیۡدِ

(পারা: ১৫, সূরা: কাহাফ, আয়াত: ১৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর আপনি তাদেরকে জাগ্রত মনে করবেন এবং তারা নিদ্রিত, আর আমি তাদেরকে ডান-বাম পার্শ্বদ্বয় পরিবর্তন করাই এবং তাদের কুকুর আপন সম্মুখের পা দু'টি প্রসারিত করে আছে।

এই আয়াতে আসহাবে কাহাফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ যাঁরা ওলী ছিলেন তাঁদের তিনটি (৩) কারামত বর্ণিত হয়েছে: ১. জাগ্রত মানুষের মতো এতদিন ধরে ঘুমিয়ে থাকা। ২. আল্লাহর পক্ষ থেকে (তাঁদের) পাশ পরিবর্তন করানো, জমিন তাঁদের শরীর গ্রাস না করা (নষ্ট না করা) এবং খাদ্য গ্রহণ ব্যতিরেকে জীবিত থাকা। ৩. তাঁদের কুকুরের এতদিন ধরে শুয়ে থাকা এটিও মূলত তাঁদেরই কারামত, কুকুরের নিজস্ব কোনো কারামত নয়। **(ইলমুল কুরআন, পৃ: ১৮৮)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আউলিয়ায়ে কেরামের رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِمۡ বরকতময় জীবনের স্থান কতটা উঁচুতে! তাঁরা এমন মহান ব্যক্তিত্ব, যাঁদের চরিত্র কাচের মতো পরিষ্কার ও স্বচ্ছ। তাঁরা আল্লাহর সৃষ্টির হেদায়েতের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকেন, তাঁদের অন্তরে উম্মতের সংশোধনের আবেগ কানায় কানায় ভরা থাকে, তাঁদের বয়ান, বাণী ও লেখার বরকতে পাপাচারী ও পথভ্রষ্ট মানুষ কুরআন ও সুন্নাহর পথে ফিরে আসে, অন্যদিকে অমুসলিমরা ইসলামের মহান নেয়ামতে ভূষিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ আজকের এই ফেতনা ফাসাদের যুগে পঞ্চদশ শতাব্দীর মহান ইলমী ও রূহানী ব্যক্তিত্ব, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ হলেন এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব, যাঁর মাঝে বর্ণিত পূর্ণাঙ্গ ওলীগণ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِمۡ এর নিদর্শনসমূহ খুব সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায়। আসুন! আমরাও এই মহান ওলীয়ে কামিলের বরকতময় জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনি। যেমন

ফয়যানে আমীরে আহলে সুন্নাতের বরকতসমূহ

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ফরয ও ওয়াজিব আদায়ের পাশাপাশি সুন্নাত ও মুস্তাহাবসমূহের ওপর আমল করে নেকীর দাওয়াতের এমন বিপ্লব ঘটিয়েছেন যে, লাখ লাখ মুসলমান, বিশেষ করে যুব সমাজ গুনাহের কাজ থেকে তাওবা করার সামর্থ্য লাভ করেছে। তারা সত্যিকার তাওবা করে কুরআন ও সুন্নাহর পথে পথচলা শুরু করেছে, যাঁরা বেনামাযী ছিলেন, তাঁরা নামাযী এমনকি মসজিদের ইমামে পরিণত হয়েছে, কুদৃষ্টিতে লিপ্ত ব্যক্তিরা দৃষ্টি অবনত রাখার সুন্নাতের ওপর আমল করার সৌভাগ্য লাভ করেছে, ফ্যাশন বিশিষ্ট পোশাক পরে গলায় ওড়না ঝুলিয়ে বিনোদন কেন্দ্রে ঘুরে বেড়ানো নারীরা বেপর্দা জীবন থেকে এমনভাবে তাওবা করেছেন যে, বোরকা তাঁদের পোশাকের অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে। মা-বাবার সাথে অবাধ্যতামূলক আচরণকারীরা বাধ্য ও আদব সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে, যাঁর উপদ্রবে একসময় পুরো মহল্লা অতিষ্ঠ ছিল, সে আজ পুরো এলাকার নয়নের মণিতে পরিণত হয়েছে। চুরি ও ডাকাতিতে অভ্যস্ত ব্যক্তিরা অন্যের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় তৎপর হয়ে উঠেছে, কোনো গরিবকে দেখে অহংকারে নাক-মুখ সিঁটকানো মানুষগুলো আজ বিনয়ের মূর্ত প্রতীক। সর্বদা হিংসার আগুনে জ্বলতে থাকা ব্যক্তিরা এখন অন্যের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য দোয়া করেন, গান শোনার শৌখিন ব্যক্তিরা সুন্নাতে ভরা বয়ান ও মাদানী মুযাকারা শুনছে. গালিগালাজ ও অশ্লীল কথা বলা মানুষগুলো নাতে মুস্তফা পরিবেশনা করতে এবং ইশকে মুস্তফায় দুলতে শুরু করেছে,। ইউরোপীয় দেশগুলোর চোখধাঁধানো রঙিন রূপ দেখার স্বপ্ন লালনকারীরা এখন কাবা শরীফ ও গুম্বদে খাজরা (সবুজ গম্বুজ) যিয়ারতের জন্য ব্যাকুল থাকে, ধন-সম্পদের মোহে অন্ধ ব্যক্তিরা আখিরাতের চিন্তায়

নিমগ্ন হতে শিখেছে, মদ পান করা পাপাচারীরা রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর ভালোবাসার সুধা পান করতে শুরু করেছে, অনর্থক কাজে সময় নষ্টকারীরা ইবাদতে সময় কাটাচ্ছে, কেবল বিনোদনের উদ্দেশ্যে সফর করা ব্যক্তিরা আশিকে রাসূলদের সাথে আল্লাহর রাস্তার সফরকারীতে (মাদানী কাফেলায়) পরিণত হয়েছে,"খাও-দাও ফূর্তি করো" নীতিতে বিশ্বাসীরা এখন এই মাদানী উদ্দেশ্য গ্রহণ করেছেন যে "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে, اِنْ شَآءَ الله।" আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه -এর এই ফয়েয ও বরকত কেবল মুসলমানদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং বহু অমুসলিমও এর বরকতে ইসলামের নূরে আলোকিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

(তাযকিরায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত (পর্ব-১), পৃ: ৮-১০,)

১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি হলো “দরস”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আউলিয়ায়ে কেরামের ফয়েজ ও বরকত লাভ করতে, ইবাদতে মন বসাতে এবং পাপকাজ থেকে মুক্তি পেতে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে যুক্ত থাকুন এবং জেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজে অংশগ্রহণ করুন। দাওয়াতে ইসলামীর এই ১২টি দ্বীনি কাজের অন্যতম একটি দ্বীনি কাজ হলো "দরস" হাদিসে পাকে এসেছে: "দ্বীনি ইলম (জ্ঞান) অর্জন করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরয।" **(ইবনে মাজাহ, আল-মুকাদ্দিমা, বাব ফাযলিল ওলামা, পৃ: ৪৯, হাদিস: ২২৪)** এ থেকে জানা গেল প্রত্যেক মুসলমানের বর্তমান অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী দ্বীনি ইলম অর্জন করা অবশ্য কর্তব্য, দ্বীনি ইলম অর্জনের অনেক মাধ্যম রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম একটি সহজ মাধ্যম হলো 'দরস'। আপনাদের প্রতি বিনীত অনুরোধ,

এতে অংশগ্রহণ করুন! اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে: ❁ দ্বীনি ইলম শেখার সৌভাগ্য নসীব হবে ❁ নেককার বান্দাদের সান্নিধ্য ও সংস্পর্শ মিলবে ❁ দ্বীনি আলোচনা করা ও শোনাও 'যিকরুল্লাহ' (আল্লাহর স্মরণ)-এর অন্তর্ভুক্ত। হাদিসে পাক অনুযায়ী, যে ব্যক্তি বাজারে আল্লাহর যিকির করে, কিয়ামতের দিন তার শরীরের প্রতিটি পশমের বিনিময়ে নূর দান করা হবে। **(শুয়াবুল ঈমান, বাব ফি মাহাব্বাতিল্লাহ, খণ্ড: ১, পৃ: ৪১২, হাদিস: ৫৬৭)** ঘটনা: দুই বন্ধু বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন। একজন বলল, "এসো! আমরা আল্লাহর যিকির করি," এরপর দুজনেই যিকিরে মগ্ন হলেন, কিছুকাল পর তাঁদের একজন মারা যান, অপর বন্ধু তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার সাথে কেমন আচরণ করা হলো?" তিনি বললেন, "সেদিন আমরা যে বাজারে আল্লাহর যিকির করেছিলাম, তার বরকতে আমাদের উভয়কে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।" **(জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম, আল-হাদিসুল খামসুন, পৃ: ৪৫৭)** سُبْحٰنَ الله! মহান আল্লাহর রহমত অত্যন্ত অপার! তাই আজই দরসে অংশগ্রহণ করার দৃঢ় নিয়ত করে নিন! কে জানে, হয়তো এর বরকতেই আমাদের জীবনের দিক পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং আমরাও মুক্তি পেয়ে যাব!

আত্তারের দোয়া:

হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি দৈনিক অন্তত 'ফয়যানে সুন্নাত'-এর একটি দরস দেবে অথবা শুনবে, তুমি তার ওপর চিরদিনের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে যাও এবং তার বিনা হিসাবে মাগফিরাত দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত একজন সাধারণ মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ায় জীবিত থাকে, কেবল ততক্ষণই সে অন্যদের উপকার করার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু কুরবান হয়ে যাই, আউলিয়ায়ে কেরাম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِمۡ এর মর্যাদা ও শান এতটাই সুউচ্চ যে, তাঁরা যতক্ষণ এই নশ্বর পৃথিবীতে বাহ্যিক জীবনে দৃশ্যমান থাকেন, ততক্ষণ সৎ-অসৎ নির্বিশেষে সকল মানুষকে ফয়েয দান করেন এবং চারদিকে বরকতের সুধা বিলিয়ে দেন। অতঃপর যখন এই মহান সত্তাগণ নিজেদের মাযার শরীফে তাশরিফ নিয়ে যান, তখনও তাঁদের সত্তা এবং তাঁদের বরকতময় মাযার শরীফ থেকে অব্যাহতভাবে বরকত প্রকাশ পেতে থাকে। এমনকি তাঁদের নৈকট্য ও বরকতে কবরের আযাব পর্যন্ত দূর করে দেওয়া হয়! আসুন! এ প্রসঙ্গে একটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনা শুনি এবং ঈমানী আনন্দে আত্মহারা হই। যেমন

গোলাপ ফুল নাকি অজগরের মুখ!

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আমি হযরত মিঞা (সিরাজুল আরেফীন হযরত সৈয়্যদ আবুল হাসান আহমদ নূরী) সাহেব কিবলা قُدِّسَ سِرُّہٗ-কে বলতে শুনেছি, এক জায়গায় একটি কবর খুলে যায় এবং মৃত দেহটি দৃশ্যমান হয়ে পড়ে। দেখা গেল যে, দুটি গোলাপের ডাল তার দেহের সাথে পেঁচিয়ে আছে এবং দুটি গোলাপ ফুল তার নাকের দুই ছিদ্রের ওপর রাখা আছে। তার আত্মীয়স্বজন ভাবল, পানির প্রবাহে বা ধসে গিয়ে এখানে কবরটি খুলে গেছে; তাই তারা অন্য এক জায়গায় নতুন কবর খুঁড়ে সেখানে তাকে রাখল। এখন দেখা গেল যে, দুটি অজগর (অর্থাৎ দুটি অত্যন্ত বিশাল সাপ) তার দেহের সাথে পেঁচিয়ে ধরে নিজেদের ফণা দিয়ে তার মুখ আঁচড়ে নিচ্ছে! তারা অত্যন্ত বিস্মিত

হলো, তারা একজন অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন বুযুর্গের কাছে এই ঘটনাটি ব্যক্ত করল। তিনি বললেন, "কবরে আগের জায়গায়ও এগুলো অজগর সাপই ছিল; কিন্তু সেখানে একজন ওলীউল্লাহর (আল্লাহর ওলী) মাযার শরীফের নৈকট্য ও সান্নিধ্য ছিল। সেই মহান ওলীর বরকতে ওই আযাব 'রহমতে' রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল! ফলে অজগর দুটি গোলাপ গাছের ডালে এবং তাদের ফণাগুলো গোলাপ ফুলে পরিণত হয়েছিল। এখন যদি এই মৃতের কল্যাণ চাও, তবে তাকে আবার আগের জায়গাতেই নিয়ে গিয়ে দাফন করো।" অতএব, তাকে পুনরায় সেখানেই নিয়ে গিয়ে রাখা হলো; আর সাথে সাথে সেগুলো আবার সেই গোলাপের ডাল ও গোলাপ ফুলে রূপ নিল।

(মলফূযাতে আলা হযরত, পৃ: ২৭০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বায়ানকে শেষের দিকে নিয়ে যেতে যেতে সুন্নাতের ফযিলত এবং নাম রাখার কয়েকটি সুন্নাত ও আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি।

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর জান্নাতের সুসংবাদবাহী ইরশাদ হলো: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালোবাসল, সে মূলত আমাকেই ভালোবাসল; আর যে আমাকে ভালোবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথেই থাকবে।" **(মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল ঈমান, বাবুল ইতিসাম বিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, আল-ফাসলুস সানি, ১/৫৫, হাদিস: ১৭৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নাম রাখার মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন, নাম রাখার কয়েকটি মাদানী ফুল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে রাসূলে খোদা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর ২টি হাদিস লক্ষ্য করুন: (১): ইরশাদ হচ্ছে: "কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নিজেদের নাম এবং তোমাদের পিতার নামে ডাকা হবে; সুতরাং তোমরা নিজেদের সুন্দর সুন্দর নাম রাখো।" **(আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, ৪/৩৭৪, হাদিস: ৪৯৪৮)** (২): ইরশাদ হচ্ছে: "নবীগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام এর নামে নাম রাখো।" **(আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাব ফি তাগইয়ীরিল আসমা, ৪/৩৭৪, হাদিস: ৪৯৫০)** কুন্নিয়াত বা উপনাম রাখা: সন্তানের কুন্নিয়াত (উপনাম) রাখা জায়িয। বরকত লাভের উদ্দেশ্যে বুযুর্গদের নিসবতে কুনিয়াত রাখা উত্তম; যেমন 'আবু তুরাব' (এটি হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর কুনিয়াত) ইত্যাদি। **(বাহারে শরীয়ত, ৩/২১৩)** নিসবতি নাম রাখা: 'আব্দুল মুস্তফা', 'আব্দুন্নবী' এবং 'আব্দুর রাসূল' নাম রাখা সম্পূর্ণ জায়িয; কারণ এর দ্বারা (রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর সাথে) নিসবত বা সম্পর্কের সম্মান অর্জন উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

ঘোষণা

নাম রাখার অবশিষ্ট মাদানী ফুল তরবিয়্যতি হালকায় বলা হবে সুতরাং সেগুলো জানার জন্য অবশ্যই হালকায় অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً

دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

নাম রাখার অবশিষ্ট মাদানী ফুল

'আব্দ' শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ: 'আব্দ' শব্দের দুটি অর্থ রয়েছে বান্দা এবং গোলাম। তাই 'আব্দুল মুস্তফা' ইত্যাদি নাম রাখতে কোনো সমস্যা নেই। একইভাবে 'গোলাম মুস্তফা', 'গোলাম সিদ্দিক', 'গোলাম ফারুক', 'গোলাম আলী', 'গোলাম হোসাইন' ইত্যাদি নাম রাখা যেগুলোতে গোলাম শব্দের নিসবত নবী ও সালেহীনদের দিকে করা হয়েছে সম্পূর্ণ জায়িয। **(বাহারে শরীয়ত, ৩/২১৩, সংগৃহীত)** 'বখশ' শব্দ যুক্ত নাম: 'মুহাম্মদ বখশ', 'আহমদ বখশ', 'পীর বখশ' এবং এই জাতীয় অন্যান্য নাম যেগুলোতে নবী বা ওলীদের নামের সাথে 'বখশ' (দান বা উপহার) শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে রাখা সম্পূর্ণ জায়িয। (কারণ মূলত দানকারী একমাত্র আল্লাহ পাকই; আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান করেন, আর আল্লাহর প্রদত্ত ক্ষমতার মাধ্যমেই কোনো নবী বা ওলী দান করতে পারেন)। **(বাহারে শরীয়ত, ৩/২১৪)** ۞ হুরুফে মুকাত্তাআত দ্বারা নাম না রাখা: 'ত্বাহা' (طٰهٰ), 'ইয়াসীন' (یٰسٓ) নাম রাখা উচিত নয়; কারণ এগুলো কুরআনের হুরুফে মুকাত্তাআতের অন্তর্ভুক্ত, যার প্রকৃত অর্থ আমাদের জানা নেই। **(বাহারে শরীয়ত, ৩/২১৩)** ۞ যেসব নামের অর্থ মন্দ বা খারাপ, সেগুলো পরিবর্তন করে সুন্দর ও উত্তম নাম রাখা উচিত।

(বাহারে শরীয়ত, ৩/২১৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

পূর্ণাঙ্গ ঈমানদারদের দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুযায়ী "পূর্ণাঙ্গ ঈমানদারদের দোয়া" মুখস্থ করানো হবে। দোয়াটি নিম্নরূপ:

(اَللّٰهُمَّ) رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا
وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

(পারা: ৪, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৪৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! ক্ষমা করো আমাদের গুনাহ্ এবং যেসব সীমালংঘণ আমরা আমাদের কাজের জন্য করেছি এবং আমাদের পদ অবিচল করো এবং আমাদেরকে এ কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করো। **(ফয়যানে দোয়া, পৃ:২৪৯)**

নোট: (اَللّٰهُمَّ) শব্দটি মূল আয়াতের অংশ নয়, তাই ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখা হয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ুতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকের** হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি?

১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে উঁকি দেয়া থেকে বেঁচেছি কি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسۡمِ اللّٰہ পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয়

করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার ।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে

আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد